দৈনিক বাংলা

তারিখ ৭/১১/৮১
পৃষ্ঠা

156

ডঃ রশীদ

ডঃ রশীদের ইন্তেকাল

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য ডঃ এম এ রশীদ শুক্রবার বিকেল চারটায় পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহ........রাজেউন) সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হয়ে দীর্ঘ নয় দিন সংজ্ঞাহীন থাকার পর ডঃ রশীদ গতকাল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

(৩-এর পৃঃ ৩—এর কঃ দ্রঃ)

ডঃ রশীদ গত ২৮শে অক্টোবর ঈশ্বরদী থেকে সড়ক পথে বগুড়া যাওয়ার সময় এক সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হন। দুর্ঘটনায় তাঁর মাথার খুলি ফেটে যায়। পরে তাঁকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। তিনি স্ত্রী, চার পুত্র এক কন্যাসহ অগণিত বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়স্বজন রেখে গেছেন।

ডঃ রশীদের মরদেহ তাঁর গ্রামের বাড়ী সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার চুনারুঘাট থানার বগাডুবি গ্রামে দাফন করা হবে। এর আগে আজ শনিবার সকাল ৮টায় প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে মরহুমের নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

দেশের প্রখ্যাত এই প্রকৌশলী ডঃ রশীদ ১৯১৯ সালে সিলেটের চুনারুঘাট থানার বগাডুবি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন।

আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ডঃ রশীদ আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ডঃ রশীদ ছিলেন প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

ডঃ রশীদের মৃত্যুর খবর পেয়ে গতকাল পরিকল্পনা মন্ত্রী ডঃ ফসিহ উদ্দীন মাহতাব, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওয়াহিউদ্দীন আহমদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদের সাবেক সদস্য ডঃ মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমুখ মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর ধানমন্ডি বাসভবনে গমন করেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ডঃ রশীদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির শোক

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার আজ রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা ডঃ এম এ রশীদের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে নিম্নোক্ত শোকবাণী প্রদান করেন:

"বাংলাদেশ প্রকৌশল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ ডঃ এম এ রশীদের ইন্তেকালে আমি গভীরভাবে মর্মাহত, সমগ্র জাতির জন্য এ এক অপূরণীয় ক্ষতি। শিক্ষাঙ্গনকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্য তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা এবং মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উপদেষ্টা পরিষদের একজন সদস্য হিসাবে তাঁর মূল্যবান অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। আমি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি এবং তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।"